দায়িত্ববান পুলিশ!

হরতাল চলাকালে গত ১৩ ফেব্রুয়ারি আওয়ামী লীগের এক এমপি'র নেতৃত্বাধীন মিছিল থেকে হরতাল বিরোধী বা বিএনপি'র মিছিলকে লক্ষ্য করে গুলিবর্ষণ করে। এতে পুলিশ বাদে প্রতিপক্ষের ৩ জন নিহত হন। যা পরদিন আমাদের জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় ছবিসহ প্রকাশ হয়। ঐ ঘটনা সাধারণ মানুষের হৃদয়ে আঘাত হানে। ক্ষমতাসীন সরকারকে সারা দেশের মানুষ তীব্র নিন্দা জানায়। গত (৩ এপ্রিল) হরতালের সময় বিএনপি'র মিছিল থেকে হীরা ও আমিন গুলিবর্ষণ করে। এতে কেউ হতাহত হয়নি। পরের দিন দৈনিক পত্রিকায় ছবিসহ খবর ছাপা হয় এবং ঐ দিনে আমাদের দেশের পুলিশরা নিষ্ঠার সাথে গুলিবর্ষণ-কারীদের গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়। অথচ এতদিন অতিবাহিত হলো, এখনও পর্যন্ত আমাদের দেশের পুলিশরা মালিবাগের ঘটনার নায়কদের ধরতে পারেননি! (না কি ধরেন না?)

এম.রহমান দুলাল
মগবাজার, ঢাকা

ইটিভি'র ঘাড়ে বিটিভি'র ভূত

বিটিভি প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত প্রচার মাধ্যমে পরিণত হয়েছে এ কথা নিশ্চয়ই সর্বজন স্বীকৃত। অতীতেও এমনটিই ছিল। ফলে একুশে টেলিভিশন আসায় দর্শক কিছুটা হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিল। বরং ইটিভি'র একই অনুষ্ঠান তিন-চারবার দেখাও ভালো। ইটিভি'র একমাত্র আকর্ষণ হচ্ছে খবর। বিশেষ করে খবর পরিবেশনে নতুনত্ব এবং স্বচ্ছতা দ্রুত দর্শক আকৃষ্ট করতে সমর্থ হয়েছিল। কিন্তু ইদানীং লক্ষ্য করছি ইটিভি তার রূপ পরিবর্তন করছে এবং তা খুব ধীর গতিতে। বিশেষ করে দেশীয় খবরের স্বচ্ছতায় ইটিভি এখন বিটিভিকে অনুসরণ করছে। এ অবস্থা আগামী নির্বাচন নাগাদ কোথায় নিয়ে দাঁড়াবে কে জানে। তবে কি বিটিভি'র ভূত ইটিভির ঘাড়ে চেপে বসেছে? এমনটি যেন না হয় সে ব্যাপারে অনুরোধ রইল।

আফসানা আনোয়ার
মতিঝিল কলোনি, ঢাকা

এ র শা দ স মা চা র

পতিত এরশাদ ৪ দলীয় ঐক্যজোট থেকে বেরিয়ে গেছে। স্বৈরাচার এরশাদ অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করেছিল এবং দীর্ঘ ৯টি বছর খালেদা-হাসিনা মিলে আন্দোলন করে এরশাদকে বিতাড়িত করেছেন। সেই রক্তঝরা দিনগুলোতে জাতির যেমন অনেক ক্ষতি হয়েছে তেমনি রওফুন বসুনিয়া, সেলিম দেলোয়ার, নূর হোসেন, ডা: মিলনদের জীবন দিতে হয়েছে। এরশাদ নিজে যেমন দুশ্চরিত্রের অধিকারী ছিলেন তেমনি তিনি গোটা রাজনৈতিক পরিবেশকে কলুষিত করেছেন। জাতীয় চরিত্রের বারোটা বাজিয়ে দিয়েছেন এরশাদ। নিজে যেমন শত শত কোটি টাকার মালিক হয়েছেন তেমনি অন্যকেও উচ্ছিষ্টের ভাগিদার করেছেন। চুরি-চামারির কারণে বহুবার জেলও খাটতে হয়েছে। সেই চোরা এরশাদকে নিয়ে যখন দেশের দুই নেত্রী টানাটানি করেন তখন সত্যিই লজ্জায় মাথা হেট হয়ে আসে। জাতি হিসেবে আমরা যে কতটা অধপতিত তা ভাবতেও ঘৃণা হয়। এরশাদকে কারোরই বিশ্বাস করা উচিত নয়। ক্ষমতা ভাগাভাগির জন্য এই যে একটা নষ্ট লোককে নিয়ে টানা-হেঁচড়া চলছে এর পরিণতি কারো জন্যই শুভ হবে না।

অরিত্রি, মহাখালী, ঢাকা

দয়ামায়াহীন মানুষ

কমল মমিন হলেন বাংলাদেশের একমাত্র ক্যান্সার আক্রান্ত কবি-গদ্যকার। যাকে নিয়ে এতো লেখালেখি হয়েছে পত্র-পত্রিকায়। অবিশ্বাস্য সত্য হলো– কাছের কিছু স্বজন-সুহৃদ ছাড়া কেউ তার জন্য কিছু করেননি। আমি একজন ফ্রিজের মিস্ত্রী। তার একটি বই কিনেছি। বাংলাদেশের মানুষের এতো টাকা, তারা কি পারেন না এরকম একজন প্রতিভাবান লেখককে বাঁচিয়ে রাখার ব্যবস্থা করতে? এদেশের মানুষের দয়া-মায়া নেই?

রমজান
গোলামের ফ্রিজের দোকান, ৩২০, পশ্চিম ধানমন্ডি , ঢাকা-১২০৯

কেউ বলবেন কি?

সামনে নির্বাচন। শুরু হচ্ছে নির্বাচনী তৎপরতা। ভোট দেওয়া মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার। আমি বাংলাদেশের যে অঞ্চলের ভোটার, ধরুন সেই আসনে কোনো এক কারণে শেখ হাসিনা, খালেদা জিয়া, এরশাদ, গো. আজম, মু. আমিন (শায়খুল হাদিস) পার্টি প্রতীকে এবং নিরপেক্ষ হিসাবে কাদের সিদ্দিকী কিংবা ড: কামাল হোসেন জাতীয় কেউ নির্বাচন করছেন। এদের মধ্যে গো. আজম এবং মুফতি আমিনীকে (শায়খুল হাদিস) স্বাধীনতা বিরোধী বলে আমি ব্যক্তিগতভাবে ভোট দিতে পারি না। এরশাদ স্বৈরাচারী এবং অসংখ্য মানুষ হত্যাকারী। কাজেই তাকে বাদ দিতে বাধ্য হচ্ছি নির্বাচনী তালিকা থেকে। বাকি রইল শেখ হাসিনা এবং খালেদা জিয়া। কিন্তু গত দশ বছরের হিসাবে আমি কি এদের দু'জনকে ভোট দিতে পারি? অন্তত স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক হিসাবে তো নয়ই। এবার আসি নিরপেক্ষ প্রার্থীদের কথায়। বাংলাদেশের এযাবৎ কালের সংসদ নির্বাচনগুলোতে কোনো নিরপেক্ষ প্রার্থীরাই কি শেষ পর্যন্ত নিরপেক্ষ থাকতে পেরেছেন? তবে কি আমি ভোট দেব না? এটাও ঠিক আমি ভোট না দিলেও আমার ভোট দেয়া হয়ে যাবে। এ অবস্থায় আমার মত লোকদের কি করণীয় বলবেন কি কেউ?

Porag Prokash Sen, Hachi Mangi 2-16-2, Hatogaya Shi, T 334 0012, Saitama Ken , Japan

পে শা দা র খু নি র জ বা ন ব ন্দি

খুবই আগ্রহ নিয়ে পড়লাম 'পেশাদার খুনির জবানবন্দি' (ঈদুল আজহা বিশেষ সংখ্যা ২০০১)। অনেক ধন্যবাদ গোলাম মোর্তোজাকে। নিশ্চয়ই বিপদের ঝুঁকি ছিল, কারণ পরিবেশটা তো বৈরী। তারপরেও কোনো রকম তোয়াক্কা না করে সত্য উদ্‌ঘাটনের তাগিদে ওদের কাছাকাছি পৌঁছানো এবং কৌশলতার সাথে 'ওদের' কালো অধ্যায়ের হদিস জেনে নেয়া– এসব কিছুর জন্যেই আমার মত অন্য পাঠকদেরও প্রশংসার দাবিদার আপনি। ঘটনার গভীরে গিয়ে ঢোকা এ ধরনের আরও প্রতিবেদন আশা করি। নির্মম সত্যগুলো জানতে জানতে যদি কোনো দিন আমাদের বোধোদয় হয়, যদি কোনো দিন আমরা সুস্থ মানসিকতার চর্চা করতে নিয়ত অনুপ্রেরণা পাই। ধন্যবাদ ২০০০ কর্তৃপক্ষকে, এ ধরনের সাহসী জীবনবাদী সাংবাদিকদের প্ল্যাটফর্ম হিসেবে দাঁড়ানোর প্রচেষ্টা যেন নিয়ত অব্যাহত থাকে। আর একটা কথা, আমার মনে হয় এই প্রথম ২০০০-এর কোনো বিশেষ সংখ্যা বের হলো অনেকগুলো বাড়তি পৃষ্ঠা এবং একটা উপন্যাস নিয়ে (ঈদুল ফিতর ও ফ্যাশন সংখ্যাগুলো বাদে)। দারুণ উপভোগ করেছি।

আসিফ হোসেন, Litro Industry S/B, No-19, Per-Selat Selatan, Sobenajaya, 42000 Port Klang, Malaysia

ক্ষমতার লড়াই

দেশে নির্বাচনের হাওয়া বইছে। সামনেই নির্বাচন। প্রধান দুই নেত্রীর মিথ্যা প্রলাপে নাচছে দেশবাসী। হ্যাঁ সামনেই নির্বাচন। কিন্তু কবে নির্বাচন এটা কি কেউ সঠিক বলতে পারে। যে যতই বলুক, পত্রিকায় যতই লেখা হোক, বিরোধীরা যতই আন্দোলন করুক, সরকার ১৭ এপ্রিলের পরে ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা বললেও ১২ জুনের আগে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে না। যেটা ধারণা করা হয়েছিল ঠিক সেটাই হতে যাচ্ছে। বিরোধীরা বললেই ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে মগের মুল্লুক নাকি। সরকারী দল বলে কথা, আমাদেরও শক্তি আছে। দেশে এমন কোনো ঘটনা ঘটেনি বাজপেয়ি সরকারের কোনো নেতার মত ক্ষমতাসীন দলের কোনো নেতার প্রমাণসহ ঘুষের অভিযোগ নেই যার জন্য পূর্ণ মেয়াদের আগেই পদত্যাগ করতে হবে। দু'দলের মধ্যে চলছে শক্তির লড়াই। দেখা যাক কে হারে কে জেতে। বিরোধীরা চাচ্ছে যেভাবেই হোক প্রয়োজনে টেনে-হেঁচড়ে নামাতে হবে। একদিন আগেও যদি নামাতে পারে বলতে তো পারবে একদিন আগে নামিয়েছি। সরকারি দলেরও তেমন কথা। ঘোষণা দেওয়ার পরও রকমারি তালবাহানা করে ১২ জুন পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকা। চলছে রাজনীতির কৌশল। মনে হচ্ছে খেলাটা জমেছে ভালো।

শিল্পী
বড়বাগ, মিরপুর-২, ঢাকা-১২১৬

অনারারি জ্যোতির্বিদ

এই বছরটিতে জাতীয় নির্বাচনটি অনুষ্ঠিত হবে কিনা বলতে পারছি না। কিন্তু যদি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে যায় তা হলে আমাদের 'রাষ্ট্রক্ষমতা প্রেমিক' রাজনৈতিক দলগুলোর ভবিষ্যৎ চরিত্র হলফ করে বলে দিতে পারি। ধর্মের ছদ্মাবরণে অর্ধম তুঙ্গে থাকবে বিধায় সন্ত্রাসীদের পাপীষ্ঠ 'ডগ ফাদারবৃন্দ' অতিমাত্রায় উৎসাহী হয়ে যথানিয়মে রাজনৈতিক বেশ্যা হয়ে যাবে। অতিসূক্ষ্ম কারচুপি, নকল ভোট এবং কেন্দ্র দখল জাতীয় বাদ-অপবাদ বিজয়ী ও বিজিতগণের নিজ নিজ বলয়ে অবস্থান করবে। শনির প্রভাবে অপরাজনীতিতে আসক্ত নেতা-নেত্রী ও বুদ্ধিজীবীদের কেউ কেউ নিত্যনতুন ছবক প্রদান অব্যহত রাখবে। যেহেতু ক্ষমতাপ্রেমিক বৃহত্তম দুটি রাজনৈতিক দল আমাদের হর্তাকর্তা বিধাতা হবার জন্য অতিশয় সদয়, সেহেতু আওয়ামী লীগ অথবা বিএনপি অবশ্যই সরকার গঠন করতে কালবিলম্ব করবে না। কিন্তু দুই দলই যদি সংসদের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন পেতে ব্যর্থ হয়, তা হলে রক্ষীবাহিনী ও গ্রাম সরকারকে শ্মশানঘাট হতে তুলে এনে হলেও ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার মহৎ প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হবেন! রাজাকার আলবদরেরা দিবাস্বপ্নে বিভোর থেকে 'নারী নেতৃত্ব নাজায়েজ' ফতোয়াখানা আপাতত বন্ধ রেখে গোপনে গোপনে খুচরা মন্ত্রিত্ব পাবার কৌশল তালাশ করতে প্রবৃত্ত হবে। অবশেষে অভাগা জনগণ আবার নতুন করে রাজনীতির কূটকৌশলে বশীভূত হয়ে তমসাচ্ছন্ন জীবন কাটাতে থাকবেন। ইন্নালিল্লাহ।

শাহরিয়ার হাসান শাহেদ
Jeddah, Saudi Arabia

আ শা র আ লো

হকারের সামনে অসংখ্য অন্ধকার অশ্লীল পত্রিকার ভিড়ে একটি পূর্ণিমার চাঁদ যেনো সাপ্তাহিক ২০০০। বলা চলে নিয়মিত সাপ্তাহিক ২০০০ কিনি এবং পড়ি। শাহাদত চৌধুরীর হাত দিয়ে যখন সাপ্তাহিক বিচিত্রা বের হতো তখনও সেটি নিয়মিত পড়তাম। ছোট-বেলায় স্কুল-কলেজে যখন পড়ি তখন ম্যাগাজিন পত্রিকা বললে বিচিত্রাকেই বুঝতাম। বিচিত্রায় আমার বেশ কিছু লেখাও ছাপা হয়েছিলো নামে-বেনামে। মনে পড়ে ১৯৯৫ সালের কোনো এক গনগনে দুপুর। আমি তখন বিশ্ববিদ্যালয় হলে থাকি। বাড়ি থেকে টাকা আসছে না। লেখালেখি করে যে সম্মানী (টাকা) পাই, দুঃসময়ে সেটিই ছিলো আশার আলো। তো সেই দুপুরে পকেটে টাকা নেই, গেলাম বিচিত্রা অফিসে। হিসাব বিভাগে গিয়ে দেখি আমার নামে ভুলক্রমে বিলটি হয়নি। আমি সম্পাদককে বিষয়টি জানাই এবং সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। নিষ্ঠুর এই নগরে সেই সময় ২০০ টাকা আমাকে কি যে আনন্দ দিয়েছে ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। নাগরিক জীবনের নানা ক্রাইসিসের ভেতরও যখন সাপ্তাহিক ২০০০ পড়ি ভালো লাগে। সৎ, সাহসী এবং বস্তুনিষ্ঠ এমনকি তথ্য সমৃদ্ধ এরকম বাংলা সাপ্তাহিক অন্যটি নেই। বর্ষ-৩ সংখ্যা-৪৩, ১৬ মার্চ ২০০১ সংখ্যায় ড. আহমদ শরীফ স্যারের ওপর ড. নেহাল করিম-এর লেখাটির জন্য ধন্যবাদ। আমার একটি লিটল ম্যাগাজিনে শরীফ স্যারকে 'আধুনিক বাংলাভাষা ও সাহিত্যের পিতৃপুরুষ' বলে সম্বোধন করেছিলাম। শরীফ স্যারের মতো দ্যুতিময় মানুষকে নিয়ে আরো বেশি লেখালেখি দরকার।

প্রত্যয় জসীম, ৪৭-আজিজ মার্কেট (নিচতলা), শাহবাগ, ঢাকা

দরকার উপযুক্ত পদক্ষেপ

মানিকগঞ্জ জেলার সাটুরিয়া থানার বাসস্ট্যান্ডে সম্ভবত কোনো বাস বসে থাকে না। ঢাকা থেকে বাস আসে। স্ট্যান্ডে আসার আগেই শুরু হয় সিট দখলের প্রতিযোগিতা। অনেকে টেম্পোতে করে আগের স্টেশনে চলে যান বাসে উঠে সিট দখল করার জন্য। কাউন্টারে টিকিট কিনতে গেলে আগে সিট দখল করে নিতে হয়। শুধু তাই নয়, ওরা ইচ্ছেমত ভাড়া বাড়ায়, কমায়। ঈদের আগে এসব মুড়ির টিনে চড়ার আগে জনসেবা বাসের কন্ডাক্টরের সাথে চুক্তি হল তিরিশ টাকার (যখন ঢাকা এলাম তখন ছিল পঁচিশ টাকা) বদলে পঞ্চাশ টাকা করে দেব সবাই। বিনিময়ে 'গেট লক' সার্ভিস দিতে হবে। ব্যস! রাতারাতি অন্যসব কন্ডাক্টরের সুরও পাল্টে গেল। তারাও পঞ্চাশ টাকা বানিয়ে বসল ভাড়া। অথচ তারা এই সুবিধা দিচ্ছে না। যাত্রীদের ভোগান্তি দমন করার দায়িত্ব কি কারও নেই?

Prince
ঢাকা

প্র তি রো ধ ক রা র এ ই তো স ম য়

এক কথায় অপূর্ব। সাপ্তাহিক ২০০০-এর 'রাজনীতির বান্দরগণ' প্রচ্ছদ প্রতিবেদনটি পড়লাম। নিঃসন্দেহে এই প্রচ্ছদ প্রতিবেদনটি এ যাবৎ কালের সবচে' সাহসী প্রতিবেদন। নির্বাচন এগিয়ে আসছে। এ বছরের মধ্যেই জাতি হয়তো ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের স্বাদ গ্রহণ করবে। কিন্তু নির্বাচনের আগে ইস্যু বিহীন হরতাল, প্রদানমন্ত্রীর প্রতিজ্ঞা ও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ, বিশ্ব বেহায়া, খুনি, দুর্নীতির আসামি এরশাদের মুক্তি— এসব কিসের আলামত? সময় ও সুযোগ বুঝে দলবদল করে অন্য দলে ঢুকে যাওয়া রাজনীতিকদের 'বান্দর' নামটি সঠিক বিশেষণ। জয়নাল হাজারী, আবু তাহের, শামীম ওসমান ওরাও বান্দর। ক্ষমতার দাপটে ওরা কিছুই মানছে না। আওয়ামী লীগ ক্ষমতা থেকে চলে গেলে ওদের আসল চরিত্র বোঝা যাবে। নাজিউর রহমান মঞ্জুর, আনোয়ার জাহিদ, মওদুদ আহমেদ, আব্দুল খালেক এরা সবাই একই চরিত্রের। মুখে দেশ-প্রেম ও জনগণের বুলি আওড়াবে, তলে তলে দেশটিকে লুটেপুটে খাবে পৈত্রিক সম্পত্তির মতো। দেশ, জনগণ এসব ওদের ভাওতাবাজি। অর্থ ও ক্ষমতাই একমাত্র আকাঙ্ক্ষা। বিরোধী দলীয় নেত্রীর পাশে যখন একাত্তরের খুনি সাকা চৌধুরী, আনোয়ার জাহিদের মতো পা-চাটা দালাল, নিজামীর মতো যুদ্ধাপরাধী, নাজিউরের মতো বেনিয়াকে দেখি তখন লজ্জা হয়, ভীষণ লজ্জা। একজন বাংলাদেশী হিসেবে পরিচয় দিতে কুণ্ঠাবোধ করি। এই শুঁয়ো পোকা রাজনীতিকরা নির্বাচন এলেই নিজেদের গুটিয়ে নিয়ে জনগণের কাছে ভোট ভিক্ষা করে। চেহারায় এমন নূরানী ভাব আনে, যেনো জীবনে কোনো দিন মিথ্যে কথা বলেনি। আওয়ামী লীগ, বিএনপি দু'দলেই এরা সদর্পে ও লুকিয়ে থাকেন। আসন্ন নির্বাচনে দেশবাসীর কাছে আবেদন, আসুন এসব ঘৃণ্য রাজনীতিকদের ভোট দেয়া থেকে বিরত থাকি। প্রতিরোধ গড়ে তোলার এই সময়। আর সাপ্তাহিক ২০০০ তো সাথেই আছে।

সুদীপ্ত, মোহাম্মদপুর, ঢাকা